দৈনিক ইনকিলাব

24 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র রাজনীতি'র সংস্কার প্রয়োজন

হেলসিংকী, ফিনল্যান্ড থেকে ড. মনজুর আলম

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তনে 'ছাত্র রাজনীতি' বন্ধের একটি প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবে তিনি মোটামুটি উল্লেখ করলেন, 'আসুন দেশের ছাত্র রাজনীতি' বন্ধ করি, যাতে করে দেশের ছাত্ররা পড়াশুনায় মন দিয়ে ভালভাবে তৈরী হয়ে দেশ ও জাতি গঠনে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।'

প্রস্তাবটি নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকম আলোচনা চলছে। ভাষা আন্দোলনে এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাসে 'ছাত্র রাজনীতির' গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কারণে এ প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি প্রস্তাবটির চারটি দিক নিয়ে আলোচনা করছি।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছাত্র-রাজনীতির ভূমিকা কতটুকু এবং বাংলাদেশের জনগণ এ সম্পর্কে কি মত পোষণ করেন? বর্তমান পদ্ধতির ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করেও ছাত্রদের কি রাজনীতি সচেতন ও উৎসাহীদের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব? বর্তমান ছাত্র রাজনীতির ফায়দা নিচ্ছে কারা? ছাত্র রাজনীতির কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কারা?

১. বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্র রাজনীতি যে অনন্য ভূমিকা রেখেছিল, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে 'ছাত্র রাজনীতি' আর কখনো মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি বা পালন করতে হয়নি। এমনকি এরশাদের কালে 'স্বৈরাচার বিরোধী' আন্দোলনেও না। মুখ্য ভূমিকা পালন করতে না পারার এবং প্রয়োজন না হওয়ার পেছনে সম্ভবত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। এক. বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার ক্রমবিকাশ; দুই. শিক্ষিত

> কূট রাজনীতিবিদরা শুধুমাত্র নিজস্ব প্রয়োজনে ছাত্রদের বাধ্য করছে বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়তে। নিজস্ব প্রভাববলয় রক্ষার কাজেও ছাত্রদের ব্যবহার করছে। পড়ালেখার পরিবর্তে ছাত্ররা আজ ভাড়া খাটছে। আর যারা ভাড়া খাটাচ্ছে তাদের সন্তানরা হয় বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করছে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থেকে। নতুবা

প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সর্বোপরি দেশ ও জাতি। অথচ, লাভবান হচ্ছে কারা? ছাত্র রাজনীতির ফায়দা লুটছে কারা? ফায়দা লুটছে অছাত্ররা। মফস্বল বা মহল্লার প্রভাবশালী হতে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কূট রাজনীতিবিদ সবাই সহজ-সরল ছাত্রদের পায়ে মাথা রেখে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করছে। ছোট্ট মফস্বল শহর হতে শুরু করে জেলা ও রাজধানীর আজ একই চিত্র। কূট রাজনীতিবিদরা শুধুমাত্র নিজস্ব প্রয়োজনে ছাত্রদের বাধ্য করছে বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়তে। নিজস্ব প্রভাববলয় রক্ষার কাজেও ছাত্রদের ব্যবহার করছে। পড়ালেখার পরিবর্তে ছাত্ররা আজ ভাড়া খাটছে। আর যারা ভাড়া খাটাচ্ছে তাদের সন্তানরা হয় বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করছে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থেকে। নতুবা পড়লেখার পাট তাদের চুকে গেছে অনেক আগেই। আর নেহায়েত দেশে থাকলেও পড়াশুনা করছে লাখ লাখ টাকা খরচ করে প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতিমুক্ত পরিবেশে।

সুতরাং কি আসে-যায় দেশের সাধারণ মানুষ, যাদের সামর্থ্য নেই সন্তানদের বিদেশে পড়ালেখা করতে পাঠাতে বা প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে- তাদের সন্তানদের ছাত্র রাজনীতির নামে ব্যবহার করে ধ্বংস করতে। তাই বর্তমান ছাত্র রাজনীতির মূল স্বার্থভোগীরা হচ্ছে সেইসব অছাত্ররা- যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে নিজস্ব প্রভাববলয় রক্ষা করতে চায়। আর সেইসব রাজনীতিবিদ ও তাদের পদলেহনকারী, যারা দেশের সাধারণ মানুষের সন্তানদের তথাকথিত রাজনৈতিক স্বার্থে বলি দিয়ে আনন্দ পায়।

৬. এ পঙ্কিল ছাত্র রাজনীতির কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্র নিজে এবং তার পরিবার। যে ছাত্র ভাল পড়লেখা করে নিজেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো এবং দেশকেও কিছু দিতে পারতো সেই ছেলেই নিজে ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের বোঝা হয়ে উঠছে। একজন ছাত্র যেখানে দেশ ও জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে পারত, সেখানে সেই একই ছাত্র কূটচক্রের খপ্পরে পড়ে